প্রেস রিলিজ

১৫ আগস্ট, ২০২০

ক্যানবেরায় বাঙালি জাতির মুক্তিতে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ স্মরণ

আজ বাংলাদেশ হাইকমিশন, ক্যানবেরায় স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস যথাযথ মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে পালন করা হয়।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দ্রষ্টা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মময় জীবনের উপর আলোচনা অনুষ্ঠানে হাইকমিশনারসহ অষ্ট্রেলিয়া প্রবাসী বাংলাদেশিরা অংশগ্রহণ করেন। আলোচকগণ জাতির জনকের কিংবদন্তী নেতৃত্ব ও অবদান নিয়ে আলোচনা করেন। তারা তাঁর প্রজ্ঞা এবং আপোষহীন নেতৃত্বের প্রশংসা করেন। তারা জাতির পিতার দূরদর্শী, সাহসী নেতৃত্বে বাঙালি জাতি আজ স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছে উল্লেখ করে বলেন ঘাতক চক্র বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। তাঁরা শোককে শক্তিতে পরিণত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

আলোচনা অনুষ্ঠানে হাইকমিশনার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ১৫ আগস্টে নিহত সকল শহীদের প্রতি শোকাহত চিত্তে গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তিনি বক্তব্যে বাংলাদেশের মানুষের মর্যাদা, সম্মান ও স্বাধীনতার প্রশ্নে বঙ্গবন্ধুর আপোষহীনতার কথা তুলে ধরেন। তাঁকে যুগোপৎভাবে ইতিহাসের সৃষ্টি এবং স্রষ্টা হিসেবে উল্লেখ করে হাইকমিশনার বলেন, বাঙালি জাতির বাস্তবতা, স্বাতন্ত্র্য এবং আকাঙ্খার নিরীখে বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবোধকে সুসংহত করেছিলেন। তিনি সাম্যভিত্তিক সমাজ ও মর্যাদাশীল দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। একই সাথে তিনি বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও মূল্যবোধ ধারণ করে সকলকে বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার সততা, ন্যায় বিচার ও আদর্শভিত্তিক সমাজ এবং দারিদ্যমুক্ত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ থাকার আহবান জানান।

শোষকের বিরুদ্ধে শোষিতের সংগ্রামের যে নেতৃত্ব বঙ্গবন্ধু দিয়েছিলেন তারই আদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া এবং অষ্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী তরুন প্রজন্মকে সোনার বাংলা বিনির্মাণে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে **"মুজিব শতবর্ষ MUJIB YEAR 100"** শীর্ষক ওয়েব সাইটটির বিস্তারিত তুলে ধরা হয়। একটি প্রামাণ্য চিত্রও প্রদর্শন করা হয়।

আলোচনা অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সকলে বাংলাদেশ হাইকমিশনের ডব্লিউ. এ. এস. ওডারল্যান্ড, বীর প্রতীক লাইব্রেরীতে বঙ্গবন্ধুর দূর্লভ কিছু ছবি পরিদর্শন করেন। উল্লেখ্য, বছরব্যাপী মুজিব বর্ষ পালনের অংশ হিসেবে এতে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গড়ে উঠা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সকল আন্দোলনে নেতৃত্ব দান, তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও সখ্যতা ছাড়াও ব্যক্তি মুজিব ও পারিবারিক জীবনের মুজিবকেও প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয়েছে।

এরপূর্বে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর পরিবারের শহীদ সদস্যদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

সকালে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিতকরণের মধ্য দিয়ে দিবসের কর্মসূচি শুরু করা হয়। জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদনের জন্য বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্প স্তবক অর্পণ করেন হাইকমিশনার সুফিউর রহমান এবং উপস্থিত সুধীজন।

করোনা ভাইরাস জনিত মহামারির জন্য যথানিয়মে স্বাস্থ্য বিধি মেনে ক্যানবেরাস্থ প্রবাসী বাংলাদেশি ও হাইকমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এতে উপস্থিত ছিলেন।

সংযুক্তিঃ অনুষ্ঠানের ছবি।

১৫ই আগস্ট
জাতীয় শোক দিবস
বাংলাদেশ হাইকমিশন, ক্যানবেরা